শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

এর প্রদান কৃত ইলম ও হিকমতে ভরা সুবাসিত মাদানী ফুলের মনোমুগ্ধকর পুষ্পধারা

মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত (৮ম অংশ)

রাসূলে পাক صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم এর ইসলাম ধর্ম প্রচারের ধরণ

(বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

- রাসূলে পাক صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم এর ইসলাম ধর্ম প্রচারের ধরণ
- বুযুর্গানে দ্বীনদের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং সৎচরিত্র
- পবিত্র চরিত্রের একটি ঝলক
- যুবাল্লিগদের জন্য ১০টি মাদানী ফুল
- কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করা কেমন?

মাকতাবাতুল মদীনা
[দা'ওয়াতে ইসলামী]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন ইনশাআল্লাহ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

প্রথমে এটি পড়ে নিন

اَلْحَمْدُلِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে বয়ান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা এবং তাঁর প্রশিক্ষিত মুবাল্লিগদের মাধ্যমে খুবই স্বল্প সময়ে মুসলমানদের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন, তাঁর সহচর্য থেকে উপকার লাভ করতে অসংখ্য ইসলামী ভাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে হওয়া **মাদানী মুযাকারায়** বিভিন্ন বিষয়ে যেমন; আকিদা ও আমল, ফযীলত ও গুণাবলী, শরীয়াত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান, দৈনন্দিন বিষয়াবলী এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কীত প্রশ্ন করে থাকে আর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের প্রজ্ঞাময় এবং ইশ্‌কে রাসূলে ভরপুর উত্তর দিয়ে ধন্য করে থাকেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাশে দুনিয়ার মুসলমানদের সুবাসিত করার পবিত্র প্রেরণায় আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগ এই মাদানী মুযাকারা সমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে **"আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র"** নামে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এই লিখিত পুষ্পধারা পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله আক্বিদা ও আমল এবং জাহির ও বাতিনের সংশোধন, **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা ও ইশ্‌কে রাসূলের অশেষ দৌলতের পাশাপাশি আরো ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রেরণা জাগ্রত হবে।

এই রিসালায় যা সৌন্দর্য রয়েছে তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দয়া এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মমতা ও একনিষ্ট দোয়ার প্রতিফল আর অপূর্ণতা থাকলে তা আমাদের অমনোযোগীতা ও অলসতারই কারণে।

ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ

৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিঃ/ ০১জানুয়ারী ২০১৫ ইং

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৪
রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইসলাম ধর্ম প্রচারের ধরণ	৫
পবিত্র চরিত্রের একটি ঝলক	১০
বুযুর্গানে দ্বীনদের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং সৎচরিত্র	১৫
মুবাল্লিগদের জন্য ১০টি মাদানী ফুল	২০
কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করা কেমন?	২৩
কাফেরের সাথে বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতে মুবারাকা	২৪
কাফেরের সাথে বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসে মুবারাকা	২৯
তথ্যসূত্র	৩২

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রাসূলে পাক ﷺ এর ইসলাম ধর্ম প্রচারের ধরণ

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও এই পুস্তিকাটি
সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَاللّٰه জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকে**র আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকেব না, তিন ধরনের ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র আরশের ছায়ায় থাকবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করেন: (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার উম্মতের দুঃখ দূর করে (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. আল বাদুরুস সাফিরাতি ফি উমুরিল আখিরাতি, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৬।

www.dawateislami.net

রাসূলে পাক ﷺ এর ইসলাম ধর্ম প্রচারের ধরণ

প্রশ্নঃ আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলাম ধর্মের দাওয়াত কিভাবে প্রচার করেন?

উত্তরঃ সায়্যিদুল মুবাল্লিগিন, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রাথমিক দিকে তিন বছর পর্যন্ত গোপনে দাওয়াত দেন, অতঃপর **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে প্রকাশ্যভাবে তাবলীগ (প্রচার) করার আদেশ হলো। প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত শুরু হতেই অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টীম রোলার চলা শুরু হয়ে গেলো। আহ! **নবীদের সর্দার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী শরীরে দূর্ভাগা কাফেররা কখনো খড়-কুটা ঢেলে দিতো তো কখনো রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দিতো, কখনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী শরীরে পাথর বর্ষন করতো, এমনও হয়েছে যে, সিজদা অবস্থায় পিটের উপর বাচ্চাদান (অর্থাৎ ঐ চামড়া যাতে উটনীর বাচ্চা জড়িয়ে থাকতো) রেখে দিয়েছিলো।

এছাড়াও দুষ্ট কাফেররা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ শানে অশালীন বাক্য বলতো, উপহাস করতো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مَعَاذَ الله (**আল্লাহর** পানাহ) জাদুকর এবং ভবিষ্যদ্বক্তাও[১] বলতো, এমনকি তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مَعَاذَ الله (**আল্লাহর** পানাহ) প্রকাশ্যে শহীদ করারও সিদ্ধান্ত নিলো। এরপর কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে

১. জ্বীনদের থেকে জেনে অদৃশ্যের সংবাদ বা ভাগ্যের অবস্থা জানানো ব্যক্তি।

www.dawateislami.net

বনু হাশিম এবং বনু আব্দুল মুত্তালিবকেও তিন বছর মুসলমানদের সাথে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত আবু তালিবের ঘাটিতে অসহায় অবস্থায় থাকতে হয়েছিলো।

পায়াম্বর দাওয়াতে ইসলাম দেনে কো নিকালতা থা,
নুয়িদ রাহাত ও আরাম দেনে কো নিকালতা থা।
নিকালতে থে কোরাইশ এই রাহ মে কাঁটে বিছানে কো,
উজুদে পাক পর সো সো তারাহ কে জুলুম ঢা'নে কো।
খোদা কি বা'ত সুন কর মুদহাকে মে টাল দেতে থে,
নবী কে জিসমে আতহার পর নাজাসাত ঢাল দেতে থে।
তামসখুর করতা থা কোয়ী তো পাত্থর উঠাতা থা,
কোয়ী তৌহিদ পর হাসতা থা তো কোয়ী মুহ ছড়াতা থা।
কোরাইশী মরদ উঠ কর রাহ মে আওয়াজে কিসতে থে,
ইয়ে নাপাকি কে ছিড়ে চার জানিব সে বরসতে থে।
কালামে হক কো সুন কর কোয়ী কেহতা থা ইয়ে শায়ের হে,
কোয়ী কেহতা থা কাহিন হে কোয়ী কেহতা থা সাহির হে।
মগর ওহ মন্বয়ে হিলম ও হায়া খামোশ রেহতা থা,
দোয়ায়ে খাইর করতা থা জাফা ও জুলুম সাহতা থা।

নবুয়ত ঘোষনার পর নয় বছর পর্যন্ত **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কায়ে মুকাররমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا মানুষের মাঝে নেকীর দাওয়াত দিতে থাকেন কিন্তু খুবই অল্প সংখ্যক লোক ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** প্রিয় সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উপর দুষ্ট কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়ন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। এই অপ্রত্যাশিত অবস্থায় অবশেষে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তায়েফ তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং

www.dawateislami.net

প্রথমদিকে বনু সাকিফের তিনজন সর্দারকে ইসলামের বার্তা পৌঁছালেন।

আফসোস! সেই দূর্ভাগারা **সৎচরিত্রের অধিকারী, হাবীবে আকবর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর কথা শুনে মেনে নেয়ার পরিবর্তে খুবই অবাধ্যতার বর্হিঃপ্রকাশ করলো কিন্তু আমার **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তখনও সাহস হারাননি এবং অন্যান্যদের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন আর তাদের ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন কিন্তু এই অত্যাচারীরা শুধুমাত্র আউল ফাউল বলেই ক্ষান্ত হয়নি বরং খারাপ ছেলেদেরও পেছনে লাগিয়ে দেয়, যারা আহ! আহ! আমার **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শরীরে পাথর বর্ষন শুরু করে দিয় যার কারণে কোমল শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায় এবং এমনভাবে রক্ত শরীফ প্রবাহিত হলো যে, নালাঈনে মুবারক রক্ত মুবারকে ভরে গিয়েছিলো। যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অস্থির হয়ে বসে যেতেন তখন দুষ্ট কাফেররা বাহু ধরে দাঁড় করিয়ে দিতো, অতঃপর যখন হাঁটতে শুরু করতেন তখন আবারো পাথর বর্ষন শুরু করতো এবং হাসতো।

বড়ে আন্বওয়া দর আন্বওয়া পাত্থর লে কে বেগানে,
লাগে মিনা পাত্থরোঁ কা রহমতে আলম পা বরসানে।
ওহ আবরে লুতফ জিস কে ছায়ে কো গুলশন তরসতে থে,
ইহাঁ তায়েফ মে এই কে জিসম পর পাত্থর বরসতে থে।
জাগা দেতে থে জিন কো হামিলানে আরশ আখোঁ পর,
ওহ নালাঈনে মুবারক হায় খুঁ সে ভর গেয়ি একসর।

www.dawateislami.net

হুযুর ইস জাওয়ার সে জব চোর হো কর বেঠ জাতে থে,
শাকী আতে থে বাযু থাম কর উপর উঠাতে থে।

উৎসর্গিত হয়ে যান! **সায়্যিদুল মুবাল্লিগিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এতই কষ্ট দেয়ার পরও **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজের কষ্টের জন্য রাগ আসেনি আর নিজের শত্রুদের ধ্বংসের আশাও করেননি। যদি কোন আশা ছিলো তবে তা শুধুমাত্র ইসলামের প্রচার ও প্রসার হোক, ইসলামের আলো প্রসারিত হোক এবং মানুষ এক **আল্লাহ**র দরবারে ঝুঁকে যাক। **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক অভ্যাস ছিলো যে, প্রতি বছর হজ্বের মৌসুমে আরবের সকল গোত্রকে যারা মক্কায়ে মুয়াযযমা এবং মক্কা মুকাররমার আশেপাশে বিদ্যমান থাকতো তদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এই উদ্দেশ্যে তাদের মেলায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের সমাগমে গিয়ে তাবলীগ করতেন কিন্তু কেউ তাঁকে সহায়তা করার জন্য অগ্রসর হতো না, আরবের ঐসকল গোত্রকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামের দাওয়াত দিলেন কিন্তু কেউ ঈমান আনয়ন করলো না, অভিশপ্ত আবু লাহাব সব জায়গায় সাথে যেতো, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথাও বয়ান করতেন তখন সে বারবার বলতো: তাঁর কথা শুনো না, তিনি অনেক বড় মিথ্যুক, দ্বীন থেকে ফিরে গেছে। (وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالٰى) **আল্লাহ পাকের তাঁর** দ্বীন এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানই পছন্দ

www.dawateislami.net

ছিলো তাইতো নবুয়তের এগারোতম বছর রজবুল মুরাজ্জব মাসে যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অভ্যাস বশত মীনা শরীফের ওকবার নিকট খাযরায গোত্রের ছয়জন লোককে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তারা ঈমান আনয়ন করলো।

তারা মদীনা পাকে পৌঁছে তাদের ভাই বন্ধুদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলো, পরবর্তী বছর ১২জন পুরুষ হজ্জের সময় মক্কা মুয়াযযমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا আসলো এবং তার উকবার নিকট **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতে মহিলাদের ন্যায় বাইয়াত গ্রহণ করলো যে, আমরা **আল্লাহ পাকে**র সাথে কাউকে অংশীদার করবো না, চুরি করবো না, নিজের সন্তানদের হত্যা করবো না, যেনা করবো না, অপবাদ লেপন করবো না, কোন নেকীর কাজে আপনার অবাধ্য হবো না, যেহেতু মহিলারাই এই সকল বিষয়ে বাইয়াত হতো তাই উল্লেখিত বাইয়াতকে মহিলাদের ন্যায় বলা হয়েছে। নবুয়তের তেরতম বছর হজ্জের সময়ে আনসারীদের সাথে তাদের গোত্রের অনেক মুশরিকও হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায়ে পাকে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا আসলো, যখন হজ্জ সম্পন্ন হলো তখন তাদের মধ্যে ৭৩জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা তাদের গোত্র থেকে লুকিয়ে আইয়ামে তাশরীকে রাতের বেলা মীনার উকবায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলো।[১]

১. সীরাতে রাসূলে আরবী, ৯৭-৯৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসাধারন সৎচরিত্র, প্রবল ধৈর্য ও সহনশীলতা, সীমাহীন ক্ষমা ও মার্জনা এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টার এটাই প্রভাব ছিলো যে, অবশেষে আরব সম্প্রদায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো এবং খুবই অল্প সময়ে জাযিরাতুল আরব ইসলামের আলোয় ঝলমল করতে লাগলো। আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জীবন আমাদের জন্য অনন্য উদাহরন, যেমনিভাবে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কঠোর প্ররিশ্রম সহকারে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করেছেন, তেমনিভাবে আমাদেরও উচিৎ, **প্রিয় আক্বা ও মওলা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসরন এবং এই পথে আসা সকল বিপদকে সানন্দে মোকাবেলা করে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য লেগে যাওয়া।

জুলম, কুফফার কে হাঁচ কে সাহতে রাহে,
ফির ভি হার আ'ন হক বাত কেহতে রাহে।
কিতনি মেহনত সে কি তুম নে তাবলীগে দিঁ,
তুম পে হার দম করোড়ো দরূদ ও সালাম। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

পবিত্র চরিত্রের একটি ঝলক

প্রশ্নঃ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চরিত্রের কোন ঘটনা বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে কি আর বলবো যে, স্বয়ং **সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকই তাঁর প্রিয়**

www.dawateislami.net

মাহবুব, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে ২৯তম পারা সূরা কলম এর ৪র্থ আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿۴﴾

(পারা ২৯, সূরা কলম, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।

হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন হিশাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আমি উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট এলাম এবং আরয করলাম: হে উম্মুল মুমিনিন (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا)! আমাকে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বললেন: كَانَ خُلُقُهُ اَلْقُرْآن অর্থাৎ কোরআনই **তাঁর** চরিত্র ছিলো, তুমি কি **আল্লাহ পাকের** এই বাণী পড়োনি: (وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿۴﴾) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।[১] আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর যুগপ্রসিদ্ধ নাতের গ্রন্থ হাদায়িকে বখশীশে বলেন:

তেরে খুলক কো হক নে আযিম কিয়া, তেরী খিলক কো হক নে জমিল কিয়া
কোয়ী তুঝ সা হুয়া হে না হুগা শাহা, তেরে খালিকে হুসন ও আদা কি কসম!

আল্লাহ পাক দুনিয়ার ধন সম্পদের জন্য ইরশাদ করেন: (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ)[২] **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "হে হাবীব আপনি বলে দিন যে, পার্থিব ভোগ সামান্য।" দুনিয়া নগন্য হওয়ার

১. মুসনাদে আহমদ, ৯/৩৮০, হাদীস ২৪৬৫৫।
২. পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৭৭।

www.dawateislami.net

পরও আমরা দুনিয়ার নেয়ামত সমূহ গণনা করতে পারি না, তবে **যাঁর** চরিত্র সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে: (وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِیْمٍ ۝) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।[১] **তাঁর** পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে সঠিকভাবে কেইবা বর্ণনা করতে পারে। তবে বরকত অর্জনের জন্য **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর চরিত্র এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার একটি ঘটনা উপস্থাপন করছি, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাফিয আবু নুআইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসহাফানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাআনা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদীদের একজন আলিম ছিলেন। তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে খেজুর কিনেছিলেন, চুক্তি অনুযায়ী খেজুর দেয়ার সময় এখনো দুই তিনদিন বাকি ছিলো, এমতাবস্থায় সে ভরা মজলিশে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আঁচল ধরে খুবই কর্কট ভাষায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে খেজুর দাবি করলো এবং চিৎকার করে বললো: **হে মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! তোমরা সকল আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের অবস্থা এমনি যে, তোমরা মানুষের হক আদায় করতে দেরী করো।

এই দৃশ্য দেখে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ক্ষিপ্ত হলেন এবং খুবই কটু দৃষ্টিতে তাকালেন আর বললো: হে **আল্লাহ পাকের** দুশমন! তুমি **আল্লাহ পাকের রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এমন দৃষ্টতা প্রদর্শন করছো,

১. পারা ২৯, সূরা কলম, আয়াত ৪।

www.dawateislami.net

আল্লাহর শপথ! যদি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব প্রতিবন্ধক না হতো তবে আমি এখনি তরবারি দ্বারা তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। একথা শুনে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (বিনয় প্রদর্শন করে) ইরশাদ করলেন: "হে ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)! তুমি কি বলছো? তোমার তো উচিৎ ছিলো যে, আমাকে হক আদায়ের উৎসাহ দেয়া এবং তাকে নম্রভাবে দাবী করার উপদেশ দিয়ে আমাদের উভয়কে সাহায্য করা।" অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন: হে ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)! তাকে তার প্রাপ্য অনুযায়ী খেজুর দিয়ে দাও এবং আরো কিছু বাড়িয়ে দিও।

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন তাকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি খেজুর দিলো তখন হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাআনা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললো: হে ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)! আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি কেন দিচ্ছো? হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: "যেহেতু আমি রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তোমাকে ভীত করেছিলাম, তাই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার মন খুশি করার জন্য আমাকে তোমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি খেজুর দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।" একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাআনা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: "হে ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)! তুমি কি আমাকে চিনো, আমি হলাম যায়িদ বিন সাআনা।" হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: ঐ যায়িদ বিন সাআনা, যে ইহুদীদের অনেক বড় আলিম? তিনি বললেন: "জি হ্যাঁ।" একথা শুনে হযরত

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তবে তুমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে এরূপ আচরণ করলে কেন? হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাআনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উত্তর দিলেন: হে ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! আসলে বিষয়টি হলো যে, আমি তাওরাত শরীফে **সর্বশেষ নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্পর্কে যতগুলো নিদর্শন পড়েছি, সবগুলোই আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাঝে পেয়েছি কিন্তু আরো দু'টি নিদর্শন সম্পর্কে আমার পরীক্ষা করা বাকি ছিলো: একটি হলো **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নম্রতা মূর্খদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং দ্বিতীয়টি হলো, **তাঁর** সাথে যত বেশি অজ্ঞতা সূলভ আচরন করা হবে, তত বেশি **তাঁর** নম্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, অতএব এতে আমি এই দু'টি নির্দশনও **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাঝে দেখে নিলাম এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সত্য নবী এবং হে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমি অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি এবং আমি তোমায় সাক্ষী বানাচ্ছি যে, "আমি আমার অর্ধেক সম্পদ **মাহবুবে রাব্বে আকবর, রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মাঝে সদকা করে দিলাম।" অতঃপর তিনি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং কলেমা পাঠ করে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আঁচল তলে এসে গেলেন।[১]

১. দালায়িলুন নবুয়া, ৯২ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

দা'মানে মুস্তফা সে জু লেপ্টা ইয়াগানা হো গেয়া,
জিস কে হুযুর হো গেয়ে ইস কা যামানা হো গেয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চরিত্র এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার ফলশ্রুতিতে ইহুদীদের অনেক বড় আলিম হযরম সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাআনা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম জড়িয়ে ধরলেন এবং সর্বদার জন্য গোলামীর রশি গলায় বেঁধে নিলেন, ঈমানের দৌলত দ্বারা আঁচল পূর্ণ করে নিলেন এবং এই খুশিতে নিজের অর্ধেক সম্পদও **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদের মাঝে উৎসর্গ করে দিলেন।

বুযুর্গানে দ্বীনদের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং সৎচরিত্র

প্রশ্নঃ ইসলাম প্রচারে বুযুর্গানে দ্বীনদের সুন্দর প্রচেষ্টা, সৎচরিত্র এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কিছু ঘটনা বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ইলম ও আমলের অনুসারী ছিলেন। প্রত্যেকের সাথেই সৎচরিত্র প্রদর্শন করতেন, এমনকি অমুসলিমরা তাঁদের সুন্দর আচরন এবং উত্তম আচরণে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের ছায়তলে এসে যেতো, যেমনটি তাযকিরায়ে আউলিয়ায় রয়েছেঃ হযরত সায়্যিদুনা বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর এক ইহুদী প্রতিবেশি ছিলো, সে কোথাও সফরে চলে গেলো এবং দারিদ্রতার কারণে তার স্ত্রী প্রদীপ পর্যন্ত জ্বালাতে পারতো না আর অন্ধকারের কারণে

www.dawateislami.net

তার সন্তান সারারাত কাঁদতে থাকতো। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সারারাত তার বাড়িতে প্রদীপ রেখে আসতো এবং যখন সেই ইহুদী সফর থেকে ফিরে আসলে তার স্ত্রী পুরো ঘটনা শুনালো, যা শুনে সে বললো: এই বিষয়টি কিরূপ আফসোসের যে, এতবড় বুযুর্গ আমাদের প্রতিবেশী এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করছি। সুতরাং স্বামী স্ত্রী উভয়েই তাঁর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো।[১] **আল্লাহ পাকের রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।**

অনুরূপভাবে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতারও প্রকাশস্থল ছিলেন, কেউ যতই কষ্ট দিতো, প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন। এই প্রসঙ্গে হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার ঘটনা অবলোকন করুন: **তাযকিরাতুল আউলিয়ায়** বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন এক ইহুদীর বাড়ির পাশে ভাড়ায় একটি বাড়ি নিলেন এবং তাঁর হুজরা ইহুদীর বাড়ির দরজার সাথে সংযুক্ত ছিলো। অতএব ইহুদী শত্রুতা করে এমন একটি নালা বানালো যার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ময়লা আবর্জনা তাঁর বাড়িতে ফেলতো এবং তাঁর নামাযের স্থান নাপাক হয়ে যেতো আর অনেকদিন যাবৎ এরূপ চলতে থাকলো কিন্তু হযরত মালিক বিন দিনার

১. তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১৪২ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কখনো অভিযোগ করেননি। একদিন সেই ইহুদী নিজেই এসে তাঁকে আরয করলো: আমার নালার কারণে আপনার কোন কষ্ট তো হয়না। হযরত মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: নালা দিয়ে যে নাপাকী আসে তা ঝাড়ু দিয়ে প্রতিদিন পরিস্কার করে ফেলি, এরজন্য আমার কোন কষ্ট হয়না। ইহুদী আরয করলো: আপনি এত কষ্ট পাওয়ার পরও কখনো আপনার রাগ আসে না? বললেন: **আল্লাহ পাকের** ইরশাদ হলো: যে ব্যক্তি রাগকে সংবরন করে নেয়, শুধু তা গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় না বরং তার সাওয়াবও অর্জিত হয়। একথা শুনে ইহুদী আরয করলো: নিশ্চয় আপনার ধর্ম খুবই মহান, কেননা এতে শত্রুর কষ্ট প্রদানে ধৈর্যধারণ করাকে উত্তম বলা হয়েছে এবং আজ আমি সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করলাম।[১] **আল্লাহ পাকের** রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه ফয়যানে আউলিয়ার সদকায় আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিববেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের নেকীর দাওয়াত, সৎচরিত্র এবং মিশুকতায় প্রভাবিত হয়ে অসংখ্য কাফের ইসলামের দৌলত দ্বারা ধন্য হয়ে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করছে, যার সংবাদ মাঝে মাঝে দেশে ও দেশের

১. তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৫১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

বাইরে থেকে পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করুন:

বেলুচিস্তানের লাবিলা এলাকার অধিবাসী একজন নও মুসলিম ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে উপস্থাপন করছি: দ্বীন ইসলামের নূরানী পরিবেশে আসার পূর্বে আমার জীবনের "অমূল্য রত্ন" কুফরী ও শিরকের অন্ধকার উপত্যকায় নষ্ট হচ্ছিলো। **আল্লাহ পাকে**র অপার শানের প্রতি কোরবান যে, তিনি আমার মতো অকর্মণ্য ও খারাপ মানুষকে ইসলামের দৌলত দান করেছেন। আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত একজন মুবাল্লিগ ইসলামী ভাই ছিলো। ঘটনাটি হলো; একদিন আমার সাথে সেই সবুজ পাগড়ী পরিহিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। সেই ইসলামী ভাই আমাকে চিনতো না, কথা বলার সময় আমি আমার অমুসলিম হওয়ার কথা প্রকাশ করলাম তখন তার চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেলো, তার চেহারায় চিন্তার প্রভাব ভেসে উঠলো। সেই ইসলামী ভাই খুবই আবেগময় ভঙ্গিতে ইসলামের মহত্ব, এর উল্লেখযোগ্য দিক এবং সাম্য সম্পর্কে বললো যে, ইসলামে কোন কালোর উপর ফর্সা লোকের এবং কোন ফর্সার উপর কালো লোকের ফযীলত নেই। আমার এমন অনুভব হতে লাগলো যেনো সে আমার অনেক বড় কল্যাণকামী, তার হৃদয়কড়া ও অবিচল ভঙ্গি আমার অন্তর কেঁড়ে নিলো। তার প্রভাবময় কথায় আমি

www.dawateislami.net

খুবই প্রভাবিত হলাম, কেননা আজ পর্যন্ত এইভাবে কেউ আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝায়নি, তাছাড়া তার সুন্দর আচরণ এবং মিশুকতা আমাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নিলো। আমার বিশ্বাস স্থাপন হয়ে গেলো যে, মুক্তি হলো এই পথে চলাতেই, অতএব আমি সেই ইসলামী ভাইয়ের হাতে ১৯ জমাদিউল আখির ১৪২৭ হিজরী, ১২ জুলাই ২০০৬ ইং কলেমা তৈয়্যবা "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه" পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করে নিলাম।

আমার সৌভাগ্য যে, ইসলাম গ্রহণ করার কিছুদনি পর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মদীনাতুল আউলিয়া মুলতানে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলো। এক ইসলামী ভাইয়ের বুঝানোর প্রেক্ষিতে আমারও আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হলো। ইজতিমায় লাখ লাখ দাঁড়ি ও পাগড়ী পরিহিত ইসলামী ভাইদের দেখে অন্তরে ইসলামের মহত্ব এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ভালবাসা আরো প্রবল হয়ে গেলো। যিকির ও দোয়া এবং মদীনার ধ্যান (তাসাউরে মদীনা) আমাকে এক অপার আকর্ষণ ও রূহানি আবেশে মুগ্ধ করে দিলো। ইজতিমা শেষে একজন যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের বুঝানোর প্রেক্ষিতে **আল্লাহ**র পথে সফরকারী আশিকানে রাসূলের সাথে ১২দিনে কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলায় যেমনিভাবে অসংখ্য বরকত নসীব হলো তেমনি দ্বীনে ইসলামের অনেক মৌলিক মাসআলাও শিখার

www.dawateislami.net

সুযোগ হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আছি এবং সুন্নাতের ভরা জীবন অতিবাহিত করছি।

মুবাল্লিগদের জন্য ১০টি মাদানী ফুল

প্রশ্নঃ কাফেরদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য মুবাল্লিগদের কোন গুণাবলীর অধিকারী হওয়া জরুরী, সেই সম্পর্কে মাদানী ফুল প্রদান করুন।

উত্তরঃ কাফেদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং তাদের প্রভাবময় নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য মুবাল্লিগদের জন্য ১০টি মাদানী ফুল লক্ষ্য করুন।

✪ **ঈমানের দৃঢ়তা এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাসঃ** দ্বীনে ইসলাম, মুবাল্লিগ যেদিকে মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছে, তাতে নিজের ঈমান এতই পাকাপোক্ত এবং বিশ্বাস এতই মজবুত হতে হবে যে, এতে যেনো কণা পরিমাণও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। দুনিয়ার কোন ধন সম্পদ, সাজ-সজ্জা, হিংসা ও ভৎর্সনা, জোর জবরদস্তি যেনো তাকে সত্য পথ থেকে দূরে সরাতে না পারে।

✪ **ইলমে দ্বীনঃ** ইসলাম সম্পর্কে এমন জ্ঞান অর্জন করবে, যাতে অন্যকে এর প্রতি উৎসাহিত করতে পারে, ইসলাম গ্রহণের উপকারীতা এবং এর জন্য অর্জিত সুসংবাদ জানাতে পারে আর ইসলাম গ্রহণ না করার ক্ষতি ও **আল্লাহ পাকে**র কহর ও গযব এবং আযাবের প্রতি ভীত করতে পারে তাছাড়া মানুষের

www.dawateislami.net

পক্ষ থেকে আসা অপ্রত্যাশিত প্রশ্নাবলীর প্রতি কোন ধরনের যেনো চিন্তিত হওয়া বা অভিযোগের শিকার না হয়।

- **নেক আমলঃ** ইসলামের রুকন সমূহের অনুসারী এবং সুন্নাতে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবিম্ব হওয়া অর্থাৎ আমলদার হওয়া, কেননা ইলমের অলঙ্কারের পাশাপাশি আমলের শক্তিও থাকলে তবে দাওয়াত অধিক প্রভাবিত ও কার্যকর হয়ে থাকে।
- **একনিষ্ঠতা ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিঃ** ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির নিয়্যতের উপর মনযোগ থাকা, নেকীর দাওয়াতের প্রতিদানে কোনরূপ দুনিয়াবী ধন সম্পদ বা আরাম আয়েশে চাহিদা যেনো না থাকে বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকে**র দরবারে প্রতিদান ও সাওয়াবের আশাবাদী হওয়া এবং **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** এই বিশ্বব্যাপী মাদানী উদ্দেশ্যে সত্যিকার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়া।
- **আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসাঃ** নিজের অধিক জ্ঞান, বয়ানের প্রভাব এবং সক্ষমতা ও উপযুক্ততার প্রতি নয় বরং **আল্লাহ পাকে**র প্রতি ভরসাকারী হওয়া, কেননা তিনিই হেদায়ত প্রদানকারী।
- **চরিত্র ও আচরণঃ** সুন্দর চরিত্রের অনুসারী হওয়া এবং নম্রতা অবলম্বন করা। কোরআনে মজীদে রয়েছেঃ (اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ) **কানযুল ঈমান**

www.dawateislami.net

থেকে অনুবাদঃ আপন রবের পথের দিকে আহ্বান করুন পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে ওই পন্থায় তর্ক করুন, যা সর্বাধিক উত্তম হয়।[১]

✪ **ধৈর্য ও সহনশীলতা, ক্ষমা ও মার্জনাঃ আল্লাহ**র পথে যদি কোন বিপদ এসে যায়, কেউ কড়া ভাষায় কথা বলে তবে ধৈর্যধারনকারী হয়ে যান বরং যদি কেউ পাথরও মারে তবে **অত্যাচারিত আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত পালনের নিয়্যতে তাকে ক্ষমা করার প্রেরণা রাখা, এমন যেনো না হয় যে, প্রতিশোধের আগুনে পুড়ে রাগান্বিত হয়ে যাবেন, কেননা

হে ফালাহ ও কামরানি নরমী ও আসানী মে,
হার বানা কাম বিগড় জাতা হে না'দানী মে।

মুবাল্লিগ যখন কাউকে নেকীর দাওয়াত দিবে, তখন খুবই সদাচারণ এবং আনন্দচিত্তে সাক্ষাত করবে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"কিমিয়ায়ে সাআদাতে"** উদ্ধৃত করেন: কেউ মামুনুর রশিদকে কোন ভুলের কারণে কড়া ভাষায় কিছু বললো, এতে তিনি বললেন: জনাব! **আল্লাহ পাক** আপনার চেয়ে উত্তম অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং হযরত সায়্যিদুনা হারুন عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে আমার চেয়েও নিকৃষ্ট ফেরআউনের নিকট যাওয়ার আদেশ ইরশাদ করলেন:

১. পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ১২৫।

www.dawateislami.net

(فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا)[১] **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** অতঃপর তার সাথে নম্র কথা বলবে।[২] ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং ক্ষমা ও মার্জনার ব্যাপারে তায়েফের সফর এবং মক্কা বিজয়ের অতুলনীয় ঘটনা আমাদের পথনির্দেমনার জন্য যথেষ্ট।

- **হিকমত এবং সুন্দর কলা-কৌশলঃ** অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরিবেশ অনুযায়ী কথা বলা, যেনো যদি অবস্থা কঠিন হয়ে যায় তবে কৌশলে তা এড়িয়ে চলতে পারে, স্বয়ং নিজে কোন তর্ক বা কথা কাটাকাটিতে না জড়ানো বরং এর জন্য কোন আলিম সাহেবের নিকট যাওয়ার পরামর্শ দিন।
- اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر **অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত প্রদান এবং খারাপ কাজ থেকে বারণঃ** যেখানেই কোন মন্দ কাজ দেখবেন সাধ্য অনুযায়ী اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত প্রদান এবং খারাপ কাজ থেকে বারণকারী) হওয়া। একে এড়িয়ে চলবে না এবং নিন্দাকারীর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না।
- আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি আশাবাদীঃ সর্বদা **আল্লাহ পাকের** রহমতের প্রতি দৃষ্টি প্রদানকারী হওয়া এবং হতাশাকে কাছেও আসতে না দেয়া।

কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করা কেমন?

প্রশ্নঃ কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করা কেমন?

উত্তরঃ সংস্পর্শের অনেক বড় প্রভাব হয়ে থাকে, ভাল বন্ধুর সংস্পর্শ ভাল এবং খারাপ বন্ধুর সংস্পর্শ খারাপ প্রভাব বিস্তার করে,

১. পারা ১৬, সূরা ত্বা'হা, আয়াত ৪৪। ২. ইহইয়াউল উলুম, ২/৪১১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

সুতরাং ভাল বন্ধু নির্বাচন করে খারাপ বন্ধু থেকে দূরে সরে থাকা উচিৎ, কেননা তার সহচর্য দ্বীন ও ঈমানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তাই হাদীসে পাকে বন্ধুত্ব করার পূর্বে পাঁচটি বিষয় যাচাই করার আদেশ ইরশাদ করা হয়েছে, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর হয়ে থাকে, তাই তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দেখো যে, সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।[১]

কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করা কঠোরভাবে হারাম এবং গুনাহ, সুতরাং আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "প্রত্যেক কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব এবং মেলামেশা করা কঠোরভাবে নিষেধ, হারাম এবং অনেক বড় গুনাহ আর যদি ধর্মীয় কারণে আকৃষ্ট হয় তবে তো নিঃসন্দেহে কুফরী।"[২]

কাফেরের সাথে বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতে মুবারাকা

প্রশ্ন: কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করা সম্পর্কে কোরআনে মজীদ আমাদের কি নির্দেশনা প্রদান করছে?

উত্তর: কোরআনে মজীদের বিভিন্ন স্থানে কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব ও পরস্পর একতার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনটি ৩য়

১. আবু দাউদ, ৪/৩৪১, হাদীস ৪৮৩৩।
২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২/১২৫।

www.dawateislami.net

পারা সূরা আলে ইমরানের ২৮নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ মুসলমান কাফিরদেরকে যেন আপন বন্ধু না বানিয়ে নেয়, মুসলমানগণ ব্যতীত আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, **আল্লাহ**র সাথে তার কোন সম্পর্ক রইলোনা; কিন্তু এ যে, তোমরা তাদেরকে কিছুটা শংকা করবে;

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযায়িনুল ইরফানে"** বলেন: কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখা নিষিদ্ধ ও হারাম, তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে সম্প্রীতিমূলক লেনদেন করা অবৈধ। অবশ্য, যদি প্রাণ বা সম্পদের ভয় থাকে তবে এমন পরিস্থিতিতে শুধু বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক রাখা জায়িয।

৭ম পারা সূরা আনআমের ৬৮নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۸﴾

(পারা ৭, সূরা আনআম, আয়াত ৬৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিবে, অতঃপর স্মরণে আসতেই অত্যাচারির নিকট বসোনা।

www.dawateislami.net

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"নুরুল ইরফানে"** বলেন: এ থেকে বুঝা গেলো, অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী, মন্দ সাথী বিষাক্ত সাপের চেয়েও নিকৃষ্ট, সাপ প্রাণ হরন করে কিন্তু মন্দ সাথী ঈমান নষ্ট করে দেয়।

অনুরূপভাবে ২৮তম পারা সূরা মুজাদালাহ এর ২২নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ

(পারা ২৮, সূরা মুজাদালাহ, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি পাবেন না ঐসব লোককে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে **আল্লাহ** ও শেষ দিনের উপর এমনি যে, তারা বন্ধুত্ব রাখে ঐসব লোকের সাথে, যারা **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূলের** বিরুদ্ধাচরণ করেছে, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র অথবা ভাই কিংবা নিজ জাতি-গোত্রের লোক হয়।

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে **"তাফসীরে নুরুল ইরফানে"** রয়েছে: "অর্থাৎ কামিল মু'মিনের আলামত হচ্ছে, তার হৃদয় কাফিরদের দিকে ঝুঁকে না এবং তাদের প্রতি কোনরূপ ভালবাসা থাকে না। তার পিতামাতা, ভাইবোন কাফির হলে, তাদের প্রতিও তার হৃদয়ে ভালোবাসা থাকে না। **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভালোবাসা অন্তরে দ্বীনের শত্রুদের ভালোবাসা আসতে দেয় না। **আল্লাহ পাক** এমনই পূর্ণাঙ্গ ঈমান নসীব করুন! এ আয়াত থেকে ঐসকল লোকদের

www.dawateislami.net

শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ, যারা বলে যে, প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে নিজের ভাই মনে করে।"

১২তম পারা সূরা হুদ এর ১১৩নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تَرْكَنُوْۤا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর অত্যাচারিদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। অন্যথায় তোমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে।

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে **"তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে"** এ রয়েছে: এ থেকে জানা গেলো, **আল্লাহ**র অবাধ্যদের সাথে অর্থাৎ কাফের, বে-দ্বীন এবং পথভ্রষ্টদের সাথে মেলামেশা, সামাজিকতা, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা পোষণ করা, তাদের সাথে সুর মিলানো এবং তাদের চাটুকারিতায় লিপ্ত থাকা নিষেধ।

৬ষ্ঠ পারা সূরা মায়েদার ৫১নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۱﴾

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৫১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পরের বন্ধু এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ **আল্লাহ** অন্যায়কারীদেরকে পথ প্রদান করেন না।

www.dawateislami.net

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে **"খাযায়িনুল ইরফানে"** বলেন: এই আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাদের সাহায্য করা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া এবং তাদে সাথে ভালবাসার সম্পর্কে রাখা নিষেধ করা হয়েছে।

শানে নুযুল: এ আয়াত হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল এর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে মুনাফিদের সর্দার ছিলো। হযরত ওবাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: "ইহুদীদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে, যারা খুবই প্রভাবশালী ও শক্তিশালী লোক, এখন আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে চাই না এবং **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত আমার অন্তরে অন্য কারো বন্ধুত্বকে স্থান দেয়ার অবকাশ নেই।" এতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বললো: "আমি তো ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে অসন্তুষ্ট হতে পারি না। ভবিষ্যতে আমার বিপদাপদের আশংকা রয়েছে এবং তাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক।" **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন: "ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক রাখা তোমারই কাজ, এটা ওবাদার কাজ নয়।"

এ থেকে বুঝা গেলো, কাফের যেই হোক না কেন, তাদের মধ্যে যতই বিরোধ থাকুকনা কেন, মুসলমানের প্রতিধন্দ্বীতায়

www.dawateislami.net

তারা সবাই এক, اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَّاحِدَةٌ অর্থাৎ কাফেররা একই গোত্রের। এতে অত্যধিক কঠোরতা ও তাকীদ রয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং প্রত্যেক ইসলামী বিরোধী চক্র থেকে পৃথক ও দূরত্ব বজায় রাখা ওয়াজিব।

কাফেরের সাথে বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসে মুবারাকা

প্রশ্নঃ কাফেরের সাথে বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত কয়েকটি হাদীসে মুবারাকাও বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ কোরআনে মজীদের ন্যায় হাদীসে মুবারাকায়ও কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব ও সহাবস্থানের কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসে মুবারাকা পর্যবেক্ষণ করুন এবং কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদের মন্দ সহচর্যে থেকে বেঁচে থাকুন:

- **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তার হাশর তাদের সাথেই হবে।[১]
- যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে ঐক্য করে এবং তাদের সাথে থাকে, সেও সেই মুশরিকদের ন্যায়।[২]
- মন্দ সাথী থেকে বেঁচে থাকো, কেননা তুমি তাদের সাথেই পরিচিত হবে।[৩]

১. মু'জামুল আওসাত, ৫/১৯, হাদীস ৬৪৫০।
২. আবু দাউদ, ৩/১২২, হাদীস ২৭৮৭।
৩. কানযুল উম্মাল, ৯/১৯, হাদীস ২৪৮৩৯।

www.dawateislami.net

- নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমার জন্য আসহাব ও আসহার (ঐ আত্মীয় যাদের সাথে বিবাহ জায়িয নয়) পছন্দ করেছেন এবং অতিশীঘ্রই একটি সম্প্রদায় আসবে, যারা তাঁদেরকে মন্দ বলবে এবং তাঁদের শানকে অবনমিত করবে, তোমরা তাদের পাশে বসো না, তাদের সাথে পানিও পান করোনা, খাবারও খেয়ো না, বিবাহ শাদীও করোনা।[১]
- আমি শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করবে **আল্লাহ পাক** তাকে তাদেরই সাথী বানিয়ে দিবে।[২]
- প্রত্যেক জাতির বন্ধুদের **আল্লাহ পাক** তাদের দলেই উঠাবেন।[৩]

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব ও সহাবস্থানের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য দলীল উদ্ধৃত করার পর সারমর্মে এভাবে বলেন: মোটকথা দ্বীনের ব্যাপারে অলসতাকারী, সত্য গোপনকারী বা কান্ডজ্ঞানহীনরা ব্যতীত কেউ শরীয়াতের বিনা প্রয়োজনে এই কাজ করবে না। سُبْحٰنَ الله! কতইনা লজ্জার বিষয় যে, মানুষের মা-বাবাকে যদি

১. কানযুল উম্মাল, ১১/২৪১, হাদীস ৩২৪৬৫।
২. জামেউস সগীর, ২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৪৬।
৩. মু'জামু কবীর, ৩/১৯, হাদীস ২৫১৯।

www.dawateislami.net

কেউ গালি দেয় তবে তার দিকে তাকানোই সহ্য হয় না আর **আল্লাহ** ও **রাসূল** সম্পর্কে উল্টাপাল্টা বলা বক্তাকে এমন বন্ধু বানানো! (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡهِ رٰجِعُوۡنَ)[১] **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** "আমরাতো **আল্লাহ**রই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে **তাঁর**ই নিকট ফিরে যেতে হবে।" **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِن وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (অর্থাৎ) তোমাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান এবং পিতামাতা ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হবো না।[২] অসংখ্য দলীল রয়েছে এবং যারা শুনে মেনে নেয় এবং শিক্ষা অর্জন করে তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট আর যারা মানবে না নির্মম এবং কাফেররা হলো আগুন, যে পাথর আগুনের সঙ্গ দেয় তা স্বয়ং খুবই গরম হয়ে যাবে, মানুষের তাদের থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ, অতএব যদি ইসলামের অনুসারীরা তাদের (অর্থাৎ কাফেরের সাথে বন্ধুত্বকারী) থেকে দূরত্ব বজায় রাখে তবে তেমন খারাপ কিছু করলো না।[৩]

---

১. পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৬।
২. বুখারী, ১/১৭, হাদীস ১৫।
৩. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩১৯।

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা
কোরআন মজীদ	**আল্লাহ পাকের** বাণী	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিঃ
কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিঃ
খাযায়িনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল মুফতী নাইমুদ্দীন মুরাদাবাদী, ওফাত ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিঃ
সহীহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আস আশ সাজিস্তানী, ওফাত ২৭৫ হিঃ	**দারু ইহইয়াউত তুরাছুল আরাবী**, ১৪২১ হিঃ
মুসনদে ইমাম আহমদ	ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
মু'জামু আওসাত	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	**দারু ইহইয়াউত তুরাছুল আরাবী**, ১৪২২ হিঃ
মু'জামু কবীর	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	**দারু ইহইয়াউত তুরাছুল আরাবী**, ১৪২২ হিঃ
কানযুল উম্মাল	আলী মুত্তাকী ইবনে হিসামুদ্দীন হিন্দী বুরহানপুরী, ওফাত ৯৭৫ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
আল জামেউস সগীর	ইমাম জালাল উদীন আবি বকর সূয়ুতি, ওফাত ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৫ হিঃ
দালায়িলুন নবুয়া	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আল হুসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিঃ	যিয়াউল কোরআনে পাবলিকেশন, লাহোর
আল বাদুরুস সাফিরাতি ফি উমুরিল আখিরাতি	ইমাম জালাল উদীন আবি বকর সূয়ুতি, ওফাত ৯১১ হিঃ	মওসুআতুল কিতাবুল সাকাফিয়্যা, ১৪২৫ হিঃ
সীরাতে রাসূলে আরাবী	আল্লামা নূর বখশ তু'কিলি, ওফাত ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা (করাচী)
ইহইয়াউল উলুম	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিঃ	দারে ছদর, বৈরুত, ২০০০ সাল
ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিঃ	রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
তাযকিরাতুল আউলিয়া	শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার, ওফাত ৬৩৭ হিঃ	ইন্তিশিরাতে গঞ্জিনা, তেহরান, ১৩৭৯ হিঃ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: তোলপাড়ার মোড়, এ.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৫০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিজামপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৫৫৫৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net